16E MBEN

2016

BENGALI

(MODERN INDIAN LANGUAGE)

Full Marks : 100

Pass Marks : 30

Time : Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও — ১×১০=১০

(ক) 'বাল্যলীলা' পদটির পদকর্তার নাম লেখো।

(খ) "সেকালে দেবতা গোলক তেয়াগি..."
'তেয়াগি' শব্দের গদ্যরূপ লেখো।

(গ) ফিন্‌ল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত গল্প লেখকের নাম কী?

(ঘ) জয়কালী দেবী কোন মন্দিরের অধিকারিণী ছিলেন?

(ঙ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আসল পদবি কী ছিল?

(চ) 'মধু বাতা ঋতায়তে' পাঠটি মূলত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা?

(ছ) 'দুর্যোগ সজাগতা ও ব্যবস্থাপনা' পাঠটির লেখক কে?

(জ) বাদুড়ঝোলা সংস্কৃতির পক্ষ থেকে সর্বদমনকে কী উপাধি দেওয়ার কথা হয়েছিল?

(ঝ) 'সাজঘর' নাটকে একজন ফোটোগ্রাফারের উল্লেখ আছে। তার নাম কী?

(ঞ) অখিল নিয়োগী কী ছদ্মনামে লিখতেন?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও — ৩×২=৬

"জ্বলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি"

'পাবক-শিখা' শব্দের অর্থ কী? 'তুই' বলতে এখানে কাকে বোঝানো হয়েছে?

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম শিক্ষাগুরুর নাম কী? কত বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি তাঁর কাছে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেছিলেন?

(গ) গণপতি কাঞ্জিলালের বেশভূষার পরিচয় দাও।

৩। *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও — ৩×২=৬

(ক) 'বাল্যলীলা' পদটি অবলম্বনে যশোদার মাতৃহৃদয়ের পরিচয় তুলে ধরো।

(খ) "এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার"।
মধুসূদন এখানে কোন তিনটি ছলের কথা বলেছেন বুঝিয়ে দাও।

(গ) "মানবেরে দিয়া দেবের জয়" — তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৪। *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর লেখো — ৩×২=৬

(ক) 'চাঁদের পাহাড়' অবলম্বনে নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় শঙ্করের বিপদসঙ্কুল কালাহারি মরুভূমি অতিক্রমের ভয়ানক কাহিনি তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

(খ) পাঠ্যাংশ অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অঙ্কশিক্ষার পরিচয় দাও।

(গ) সুইডেন থেকে ষ্টীমারে ফিনল্যান্ডে যাওয়ার পথে জাহাজে কী ধরনের খাবারের ব্যবস্থা ছিল?

৫। উত্তর দাও — ৪×১=৪

"এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে।"

এখানে 'দয়াময়ী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? তাঁকে 'দয়াময়ী' সম্বোধনের কারণ বিশ্লেষণ করো এবং তাঁর দয়ার পরিচয় দাও।

অথবা

"গুহার কোণে ওর চোখ পড়তেই অবাক হয়ে রইল।" — কে, কী দেখে অবাক হয়েছিল? গুহার ভিতরের কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৬। উত্তর দাও — ৫×২=১০

(ক) বীরসিংহের পাঠশালায় পণ্ডিত কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষাদানের নিপুণতা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

অথবা

"এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকতে —" এই স্ত্রীলোক বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? তার চরিত্রে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে কী হয়েছিল?

(খ) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করো।

অথবা

'আত্মবিলাপ' কবিতায় কবি মধুসূদনের জীবনের ব্যর্থতা এবং আক্ষেপ কীভাবে বর্ণিত হয়েছে, নিজের ভাষায় লেখো।

৭। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও — ৪+৪=৮

(ক) দুর্যোগ কাকে বলে? দুর্যোগ কয়প্রকার ও কী কী? দুর্যোগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখো। ১+১+২

অথবা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্য কয়টি স্তরে বিভক্ত? বিভাগগুলো কী কী?

(খ) "প্রাকৃতিক ছন্দপতন পরিবেশ বিপর্যয় ডেকে আনে।"
— আলোচনা করো।

অথবা

"সার্বিক চেতনার উন্মেষে মানুষ অরণ্যপ্রকৃতি ছন্দ যেন জীবনে আবার জীবন যোগ করে।"
লেখকের এই মন্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৮। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো — ৫×২=১০

(ক) এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজ নামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

অথবা

সাহস ও নির্ভীকতা এক জিনিস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

(খ) এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

অথবা

ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে, ধরায় দেবতা নহিলে নয়।

৯। *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও — ৫+৫=১০

(ক) "এবার আর রাজপুত্র নয়, এখন অক্ষম পিতার ভূমিকায় অভিনয় করতে যাবো।" — উক্তিটি কার? তার এরকম উক্তির কারণ কী?

(খ) "আমরা সবাই সাজঘরের সঙ্। কিন্তু তুই যে সেই সঙের দলে আসল সোনা।"
কাকে উদ্দেশ্য করে কে এই কথা বলেছেন? তাকে 'আসল সোনা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

(গ) 'সাজঘর' নাটকের দুই তরুণীর বর্ণনা দাও। ২½+২½

১০। নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও —

(ক) ণত্ববিধি ও ষত্ববিধির সূত্র নির্দেশ করে অশুদ্ধি সংশোধন করো ঃ *(যে কোনো চারটি)* ১×৪=৪

প্রয়ান ; ঋন ; গনিত ; কল্যাণীয়েসু ; পাষান ; পূর্ন ; বিশেষন ; ভূষন।

(খ) *যে কোনো পাঁচটির* কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো — ৫

(i) বাবা ডাকেন।

(ii) ফুলদল দিয়া কাটিলা বিধাতা শাল্মলী তরুবরে।

(iii) ছেলেরা বল খেলছে।

(iv) শীতার্তকে বস্ত্র দাও।

(v) সমুদ্রজলে লবণ আছে।

(vi) অর্থে অনর্থ ঘটে।

(গ) চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করো — ৫

একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীত বস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকালে চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি ; দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, "আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হেরফের ঘুচাইয়া দাও। আমি যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি, এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।"

(ঘ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির থেকে *যে কোনো পাঁচটির* দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখো — ৫

ঈশ্বর ; পাখি ; জল ; মাতা ; বায়ু ; রাত্রি।

১১। (ক) ভাবসম্প্রসারণ করো — ৬

বিত্ত হতে চিত্ত বড়।

অথবা

মেঘ দেখে তুই করিসনে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে।

(খ) নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও — ৫

পরীক্ষা দিতে তোমাদের একেবারেই ভালো লাগে না তো? না কি লাগে? আমাদের কিন্তু লাগত না। পড়াশোনা তো ভালোই, তবে পরীক্ষার কথা ভাবলেই হাত-পা কেমন ঠান্ডা হয়ে যেত আমাদের। দুঃস্বপ্ন যেন।

অথচ সেই আমাদের ছোট্ট স্কুলে, দু-একবার এমনই হল যে, পরীক্ষাটাও হয়ে উঠল বেশ একটা মজার ব্যাপার। কীভাবে জানো?

হেডমাস্টারমশাই একবার ক্লাসে এসে বললেন ঃ "একটা জিনিস কখনো কি ভেবে দেখেছ তোমরা? এই যে পরীক্ষার সময়ে হলঘরে মাস্টারমশাইরা ঘুরে বেড়ান গার্ড হয়ে, তোমাদের পক্ষে এটা খুব লজ্জার কথা নয়?"

লজ্জা? লজ্জা কেন? হেডমাস্টারমশাই কি ভয়টাকেই ভুল করে লজ্জা বলেছেন? খসখস করে লিখে চলেছে সবাই খাতার পাতায়, আর মাস্টারমশাইরা নিজেদের মধ্যে গুনগুন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘরে, কিংবা বসে আছেন চেয়ারে, আর মাঝে মাঝে হেঁকে উঠছেন, 'নো হামিং' — ভাবলেই বেশ ভয় হয় না? মাঝে মাঝে মনে হয়, ওখান থেকেই তো আসছে 'হামিং', আমরা আর করছি কতটুকু? কিন্তু সেকথা সাহস করে আর বলে কে? ঘাড় নিচু করে লিখতে লিখতে হয়তো টের পাচ্ছি যে ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন একজন, পড়ে যাচ্ছেন আমার লেখা, তখন কি লিখতে আর কলম সরে? নাঃ, লজ্জার কথা মনে হয়নি কখনো। মাস্টারমশাইরা পাহারাদার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পরীক্ষার ঘরে, এ ছবিটা ভাবলে কেবল ভয়েরই কথা, মনে হত আমাদের।

কিন্তু হেডমাস্টারমশাই আমাদের বোঝাচ্ছেন যে ভয় নয়, এর মধ্যে আছে একটা লজ্জা। "কেন তোমাদের পাহারা দিতে হবে? ঘরে যদি কেউ না থাকে তাহলেই কি তোমরা এ ওর দেখে লিখবে? বই খুলে লিখবে? মাস্টারমশাইরা কি কেবল সেইটে ঠেকাবার জন্য বসে থাকবেন ঘরে পুলিশ হয়ে? পরীক্ষার ঘর কি তবে একটা চোর পুলিশের খেলা? দেখো তো ভেবে? তোমাদের কি এইটুকুও বিশ্বাস করা যাবে না? শুধু সন্দেহই করতে হবে?"

প্রশ্নাবলি —

(i) উপরের গল্পটিতে কী কী ইংরেজি শব্দ আছে?

(ii) হেডমাস্টারমশাই কাকে চোর, আর কাকে পুলিশ বলতে চেয়েছেন?

(iii) পাহারায় পরীক্ষাটা লজ্জার কেন?

(iv) পরীক্ষার কথা ভাবলেই লেখকের কী মনে হতো?

(v) উপরের গল্পটির শিরোনাম কী হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয় — 'না পাহারায় পরীক্ষা' না 'হেডমাস্টারমশাইয়ের উপদেশ'।

অথবা

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি,
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত, একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা সবাই আমরা সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো, জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙ্গা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ, ভিতরের রঙ পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে, আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ, নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে, লাগিছে, লাগিবে দুদিন পরে,
মহামানবের পূজার লাগিয়া সবাই অর্ঘ্য রচনা করে।
মালাকার তার মাল্য জোগায়, গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়, নট তাঁরে তোষে নৃত্যে গানে।
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়, গোয়ালা জোগায় ছানা ও ননী।
তাঁতীরা সাজায় চন্দ্রকোণায়, বণিকেরা তাঁরে করিছে ধনী।
যোদ্ধারা তাঁরে সাঁজোয়া পরায়, বিদ্বান তাঁর ফোটায় আঁখি,
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য জোগায়, কিছুই যেন জানা না রয় বাকি।
কেউ হেয় নাই, সমান সবাই, আছি জননীর পুত্র সবে,
মিছে, কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল, জাতির তর্ক কেন গো তবে।
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে মহামানবের গাহ রে জয়,
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ, নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

প্রশ্নাবলি —

(i) সমস্ত জগৎ জুড়ে কোন জাতি বসবাস করে?

(ii) মানবজাতির মধ্যে কৃত্রিম ভেদাভেদ কী?

(iii) মালাকার এবং চাষী কীভাবে মানবসেবার কাজে লাগে?

(iv) আমরা সকলে কার সন্তান?

(v) নতুন যুগের প্রভাতে কার জয়ধ্বনি দিতে বলা হয়েছে?

———×———